দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবির মুহসীন হলে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের অস্থায়ী আবাসিক ভবন ভেঙে স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণা দিয়েছে হল প্রশাসন। এতে; উক্ত ভবনে থাকা পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী আবাসন অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এ ভবনগুলোতে কোনো বৈধ ছাত্র নেই। ছাত্রদের সুবিধার্থেই স্টেডিয়াম করা হচ্ছে।

২০০৭ সালে ভূমিকম্পে মুহসীন হলের মধ্যবর্তীনের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি মেরামত করার জন্য ভবনের শিক্ষার্থীদের সাময়িক থাকার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে হলের দক্ষিণ পাশে একটি টিনশেড নির্মাণ করা হয়। ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত টিনশেডটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে।

গত ২০ নভেম্বর হল প্রাধ্যক্ষ নিজামুল হক ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হলের খেলার মাঠে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে টিনশেড ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে। হলের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন মেরামতকালে ওই ভবনটি বানানো হয়েছিলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। টিনশেডে অবস্থানকারী ছাত্রদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মূল ভবনের বিভিন্ন কক্ষে আবাসিক/ দ্বৈতাবাসিক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

টিনশেড ভেঙে স্টেডিয়াম হবে

স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে, হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া 'ইত্তেফাক'কে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র তিনটা খেলার মাঠ রয়েছে। মুহসীন হলের মাঠটি দীর্ঘ ১৮ বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। আমরা সরকার থেকে টাকা এনে বড় আকারে একটা আধুনিক মাঠ করবো। যেখানে বাস্কেটবল, লন টেনিস, ব্যাডমিন্টন কোর্টসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য হলগুলোর মতো হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলেও আবাসিক সঙ্কট রয়েছে। এই হলের মূল ভবনে সাড়ে তিন শতাধিক কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোতে আবাসিক, দ্বৈতাবাসিক ও অনাবাসিক মিলে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী থাকেন। যে ভবনটি ভেঙে ফেলার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনটিতে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে তিন শতাধিক 'পলিটিক্যাল' ও দুই শতাধিক 'নন পলিটিক্যাল' শিক্ষার্থী। পলিটিক্যাল শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। আর অন্যরা, রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকার কারণে মূল ভবনে রুম না পেয়ে টিনশেডে থাকেন। এখানে রয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক বহিরাগত শিক্ষার্থীও।

টিনশেড ভেঙে স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে ওমর ফারুক নামে এক ছাত্র বলেন, 'হল প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক পড়ালেখার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাদের ব্যবসায়িক মানসিকতার কাছে শিক্ষার্থীরা হেরে যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের উদ্বাস্তু করার একটা পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।'

আরেকজন শিক্ষার্থী জানান, ভবন ভাঙার ঘোষণায় আমরা সবাই ব্যথিত। এটা ভাঙলে আমরা থাকবো কোথায়? বর্তমানে জঙ্গিবাদের সমস্যা রয়েছে। ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে চায় না। এটা ভাঙলে পড়ালেখা ছেড়ে বাড়ি যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

তাদের মূল ভবনে স্থানান্তরিত করা হবে তাহলে সমস্যা কোথায়; এমন প্রশ্নের জবাবে এক ছাত্র জানান, হল কর্তৃপক্ষ আমার আইডি কার্ডে একটা রুম নাম্বার লিখে দিয়েছে। ওই রুমে সব পলিটিক্যালভাবে থাকে। নন-পলিটিক্যাল হওয়ার কারণে আমি কখনো ওই রুমে উঠতে সমর্থ হবো না। প্রশাসনের বিপরীতে শিক্ষার্থীদের হলে ওঠার বিষয়টি বর্তমানে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতি করার শর্তে ছাত্রদের তারা সুবিধা অনুযায়ী সিট দিয়ে থাকে।

আবাসিক সঙ্কট রেখে স্টেডিয়াম বানানো কতটা যুক্তিযুক্ত এমন প্রশ্নের জবাবে প্রাধ্যক্ষ বলেন, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা স্টান্ডার্ড জায়গায় রাখবো। টিনশেডে গুদাম ঘরে তাদের রাখবো নাকি? টিনশেডটা অস্থায়ী ভিত্তিতে বানানো হয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ওটা বসবাসের অনুপযোগী। তিনি বলেন, ভবনটিতে আমি প্রাধ্যক্ষ হয়ে কোনো ছাত্রকে অ্যালোটমেন্ট দেইনি। ওখানে সব অবৈধ শিক্ষার্থী থাকে। বৈধ শিক্ষার্থীদের আমরা মূল ভবনে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দীক বলেন, ' আমাকে জানানো হয়েছে এখন ওখানে কোনো বৈধ ছাত্র থাকে না। কিছু বহিরাগত ছাত্র থাকে। ওটা ভেঙে যদি স্টেডিয়াম তৈরি করি তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না বরং হলের সৌন্দর্য বাড়বে, ছাত্ররাও সেটি চায়। এসময় তিনি বলেন, ভাঙার আগে আমরা দেখবো কি অবস্থা দাঁড়ায়।'